



## **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 358 – 363

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: [info@tirj.org.in](mailto:info@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

# লালন ফকিরের সঙ্গীতে ভক্তিরসের প্রতিফলন ও তার বিশ্লেষণ

সংহিতা ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক

লালবাবা কলেজ, বেলুড়, হাওড়া

Email ID : [sanhi.ghosh@gmail.com](mailto:sanhi.ghosh@gmail.com)

**Received Date** 16. 06. 2024

**Selection Date** 20. 07. 2024

### **Keyword**

*Bhakti and Sufi, movement, Medieval mysticism, Shri Chaitanya Deva, Gaudiya Vaishnavism, Bengal Baul tradition, Lalan Fakir, Vatsalya Rasa, Baul songs.*

### **Abstract**

*In Medieval India, Bhakti and Sufi movement has created a paradigm shift for the socio-religious and cultural outlook of the common man's life. The imagery and portrayal of the Almighty evolved from the Awful Omnipotent to Merciful Creator. The Orthodox religious system in both Hinduism and Islam were losing its popularity to the common mass. In order to overcome the ritualistic and rigid approach which is difficult to understand by the common people Bhakti and Sufi movement took place. The approach was simpler in performance and easy to understand to the common people. It was taught that instead of the rituals God is pleased with love of the worshipper. Rituals took a side place and mere reverence became loving reverence (Bhakti). This evolution occurred not only in Socio-religious aspect but also in literary aspect as well, because regional languages were used to write and teach the Bhakti tradition instead of the traditional Sanskrit and Classical Arabic. Regional language now used to teach the religious philosophy and poetries and songs replaced the hymns to worship the Almighty.*

*In medieval Bengal, Bhakti tradition was popularized with Shri Chaitanya Deva in Gaudiya Vaishnavism theory. Parallely Sufi tradition in North India was gradually popularizing. These traditions were also known as medieval mysticism. In colonial Bengal, Post Chaitanya Bhakti tradition was further evolved with Sufi and Tantric influence. Then a neo-religious Bhakti sect named Baul was generated. This Baul tradition and the practitioners of this tradition was outcasted from the society for their unorthodox practices. Among the Bengal Baul, Lalan Fakir is the most popular name. Lalan Fakir or Lalan Sain's philosophy was reflected in his songs. In this article, my aim is to analyze the reflection of bhakti in form of Vatsalya in some of Lalan Fakir's writing. In the conclusion, I would refer to the influence of Gaudiya Vaishnavism as found in Bengal Baul songs.*

**Discussion**

**ভূমিকা :** মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তথা সংস্কৃতির আকাশে যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরস প্রবাহিত ছিল তা পরবর্তীকালে বাউল ও ফকির সম্প্রদায়ের লেখনীতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা ও দর্শন মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। জগতের সৃষ্টিকর্তা কে এবং জগতের তার সম্বন্ধই বা কি এই জিজ্ঞাসা থেকেই যাবতীয় দার্শনিক আলোচনার সূচনা হয়েছে। পৌরাণিক ও মধ্যযুগেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে উদারতা ছিল পরবর্তীকালে পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সময়ে সেই উদারতার অপমৃত্যু ঘটে। আধ্যাত্মিক আলোচনা ও বৈরাগ্যের স্থান অধিকার করে নেয় আড়ম্বরপূর্ণ আচার অনুষ্ঠান। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা মুখ্য স্থান অধিকার করে। ঔপনিষদিক যুগে জাবাল সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীরূপে বিবেচিত হলেও মধ্যযুগের সত্যকামরা শুধুমাত্র বংশমর্যাদার বিচারে জ্ঞানলাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

এই মধ্যযুগীয় অন্ধকারে আলোর মতো রোশনাই এনে দেয় ভক্তি ও সুফী আন্দোলন। দক্ষিণে রামানুজাচার্যের দর্শনে যে ভক্তিরসের প্রথম উন্মেষ দেখা যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীভাষ্যের মাধ্যমে তা তাঁরই শিষ্য রামানন্দের হাত ধরে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় এই ভক্তিরসের প্রসার ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের মাধ্যমে। কিন্তু চৈতন্যদেব যে জাতিপ্রথা ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। গোস্বামীদের প্রভাব এবং প্রাধান্য সাধারণ মানুষকে আবার সেই ভেদাভেদের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের বেশ কিছু বছর পরে আবির্ভাব হয় বাউল ও ফকির সম্প্রদায়ের। এর মধ্যে কর্তাভজা, সাহেবধনী, সহজিয়া, সাঁই ইত্যাদি উপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সহজিয়া বাউল ফকির সম্প্রদায়ের মানুষরা জাতিভেদ, বর্ণভেদ প্রথাকে অস্বীকার করে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে নিজস্ব রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠানের প্রণয়ন করলেন। তাদের গানেই এই বক্তব্যের প্রতিফলন পাওয়া যায় -

“বামুন বলে ভিন্ন জাতি

সৃষ্টি কি করেন প্রকৃতি?

তবে কেন জাতির বজ্জাতি করো এখন ভাই।”<sup>২</sup>

লালন ফকিরের গানেও একই কথার প্রতিফলন দেখা যায়-

“জাত গেল জাত গেল বলে

একি আজব কারখানা”

অথবা

“সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে...”

বাউল সম্প্রদায়ের রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান ও সাধনার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সম্প্রদায় মূলত বৈষ্ণবীয় ভক্তি, সুফী তত্ত্ব, তান্ত্রিক দেহসাধনা ও বিভিন্ন উপধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সুফী সহজসাধনার দর্শনই বাউল গানে এবং সহজিয়া দর্শনে মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। এর বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে ভক্তি ও সুফি মতবাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।

**ভক্তি ও সুফি তত্ত্বের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য :**

মধ্যযুগীয় ভক্তি ও সুফি মতবাদ দুটি ভিন্ন মেরুর ধর্মীয় গোঁড়ামির সংস্কার সাধন করার জন্য আত্মপ্রকাশ ও প্রচার লাভ করেছিল। ভক্তি ও সুফী মতবাদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে অমিল থাকলেও এদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যা এদের মধ্যে আদর্শগত সাদৃশ্যের পরিচায়ক। প্রথমতঃ, হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং মৌলবীদের প্রভাব এবং আধিপত্য সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে ধর্ম ও ঈশ্বরের বিমুখ করে তুলছিল। ধর্মপালনের ক্ষেত্রে যে অহেতুক আচারবিচারের জটিলতা ও ঈশ্বরের সম্পর্কে ভীতিমূলক মনোভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে তাদের মুক্ত করে ধর্মীয় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করতেই হিন্দু ভক্তি সাধক ও মুসলমান সুফী সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ,



ভক্তি ও সুফী সাধক উভয়ের কাছেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঈশ্বরকৃত নয়, কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষকৃত। ঈশ্বর সকল কিছু সৃষ্টিকর্তা তাই তাঁর কাছে সকলেই সমান। মানুষেরও উচিত ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে সমান সমাদর করা। তৃতীয়ত, ভক্তি ও সুফি সাধনার মূল উপকরণ হল ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা প্রেম। প্রেমবিহীন পূজা নিষ্ফল অহংকারের জনক, তার দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি হয় না। চতুর্থত, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন না করলে ঈশ্বরের করুণালাভ করা যায় না। মানুষ যত স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকবে ততই সে ঈশ্বর বিমুখ হয়ে উঠবে। এই আত্মনিবেদন বা সুফী 'ফনা'-র প্রতিফলন দেখা যায় ঔপনিষদিক বাণীতেও, সেখানেও বলা হয়েছে “তেন ত্যক্তেন ভুক্তিথাঃ”<sup>৩</sup> আবার ভগবদ্গীতাতেও এই আত্মনিবেদনের উপদেশ পাওয়া যায়- “মামেকং স্মরণং ব্রজ”<sup>৪</sup>। সুফী সাধকরা ইসলামপন্থী, ইসলাম কথাটির অর্থই হল আত্মনিবেদন (আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ)। সুতরাং ভক্তি ও সুফী সাধনার আরেকটি সাদৃশ্য হল আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ধারণা। ভক্তি ও সুফী তত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর হলেন পরম করুণাময়, সর্বকর্মের কর্তা, তিনি একইসঙ্গে জগল্লীন আবার জগদতিরিক্ত। কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ ও প্রেমভক্তির সাহায্যেই ঈশ্বর লাভ সম্ভব।

### বাউল এবং বাউল সাধনা :

বাউল কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে 'বাতুল' এই শব্দটি থেকে বাউল শব্দটি এসেছে। বাতুল শব্দের অর্থ হল উন্মাদনাগ্রস্ত বা বায়ুগ্রস্ত। ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মতে বাউল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'আউল' শব্দ থেকে। এই আউল শব্দটি আবার এসেছে আরবী 'আউলিয়া' থেকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত “চৈতন্যচরিতামৃত” গ্রন্থেও বাউল শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।<sup>৫</sup> কোন কোন বিদ্বজ্জনের মতে, বাউল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বায়ু শব্দ থেকে। বায়ুগ্রস্ত থেকে বায়ু এবং তার থেকে ক্রমান্বয়ে বাউল শব্দের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ মনে করেন প্রাণবায়ুর গুণ্ড সাধনা করার জন্য বাউল নামটি এসেছে। বাউল সাধনা ও ভক্তি সাধনার মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাউলদের স্বতন্ত্র সাধনপদ্ধতি, আচার অনুষ্ঠান এবং জীবনদর্শন পরিলক্ষিত হয়। তবে তাদের এই জীবনদর্শন, সাধনার আদর্শ সবই ব্যাখ্যাত হয় গানের ভাষার রহস্যময়তার (mysticism) আবরণে। বাউল সাধকেরা তাঁদের নিজের দেহকে পরমাত্মার বাসস্থানরূপে কল্পনা করেছেন এবং সেই পরমাত্মার আশ্রয়রূপে দেহকে এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ ও স্বাভাবিক ক্রিয়াকে তাঁরা পরমাত্মার মতোই পবিত্র মনে করেছেন। এখানে ভক্তি ও সুফী সাধকের সঙ্গে বাউল মতের তফাৎ। দেহের উপাসনা ও দেহতত্ত্বকে জানার উপর বাউলরা যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা ইতিপূর্বে কোন সাধক করেননি। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতবাদের যে সমর্থকরা পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেছিলেন তাঁরাই পরবর্তীকালে এই সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়রূপে এবং অতঃপর সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়রূপে বিবর্তিত হন।<sup>৬</sup>

### লালন ফকির সংক্ষিপ্ত জীবন ও পরিচিতি :

লালন ফকির বা ফকির লালন শাহ বা লালন সাঁই বাংলায় শুধু বাউল সম্প্রদায়ের কাছেই নয় আপামর বাঙ্গালীর কাছে একটি পরিচিত নাম। লালন ফকির আনুমানিক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ঝিনাইদহে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বাউল সাধনা গ্রহণ করার পরে তিনি বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় লালন আখড়া নামক বাউল আখড়া তৈরী করেন।

### লালন সঙ্গীতে বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও সুফিতত্ত্বের প্রতিফলন :

ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা হল ঈশ্বরের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক অথচ মাধুর্যময় সম্বন্ধ স্থাপন করা। বিভিন্ন ভক্তিসাধকেরা তাঁদের এই সম্বন্ধকে তাদের গানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন সুরদাস, তুলসীদাস তাঁদের ভজনে ঈশ্বরকে প্রভুরূপে ও নিজেদের তাঁর অনুগত দাসরূপে কল্পনা করেছেন। মীরাবাই, অন্ডাল, মহাদেবী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব তাঁদের তাঁদের আরাধ্য দেবতাকে প্রেমাস্পদরূপে উপাসনা করেছেন। এই ভক্তিভাবকে ভক্তিরসের দ্বারা বর্ণনা করা যায়। এই ভক্তিরস মূলত চারপ্রকার- দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং প্রেমভাব। ভক্তিসাধকের রচনায় ও গীতিতে এই চার প্রকার রসেরই প্রতিফলন দেখা যায়। সহজিয়া বাউল সঙ্গীতেও এই ভক্তিরসের প্রাধান্য দেখা যায়। লালন ফকিরের বেশ কিছু গানে চৈতন্যদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা চরিত্রকে ঘিরে এই ভক্তিরসের প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর পূর্ববর্তী জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। প্রচলিত মতানুসারে পুরী থেকে জগন্নাথ দর্শন করে ফেরার সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর পথসঙ্গীরা তাঁকে



কালীগঙ্গা নদীর তীরে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে একজন মুসলমান দম্পতি তাঁকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং সুশ্রীয়া করে সুস্থ করে তোলেন। পরে সিরাজ সাঁই এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও তিনি বাউল মত অবলম্বন করেন। অনেকে আবার মনে করেন লালন ফকির জন্মগত ভাবেই মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ছিলেন না মুসলমান ছিলেন সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে তাঁর জাতিবিচার আমাদের আলোচনার লক্ষ্যবস্তু নয়। আমরা কেবল তাঁর গানে প্রতিফলিত ভক্তিরসের এবং জাতিভেদ বিহীন উচ্চতর যে একতার আদর্শ বর্ণনা করা হয়েছে তারই আলোচনা করব।

লালন ফকির তাঁর গানে কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেব উভয়কেই পরমাত্মার রূপ হিসাবে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি তাঁদের ব্যক্তিক রূপেও বর্ণনা করেছেন। কখনো তাঁর লেখায় এই দুই ঐশ্বরিক চরিত্রকে ঘিরে বাৎসল্য রসের প্রকাশ ঘটেছে, আবার কখনো বা প্রকাশ ঘটেছে প্রেমভাবের, সখ্যভাবের। কিছু লালন সঙ্গীত উদ্ধৃত করে এই বক্তব্যের পক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হল।

১। “আর আমারে মারিস নে মা।

বলি মা তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর করব না।।”<sup>৭</sup>

এই গানটিতে লালন ফকির নিজেকে কৃষ্ণরূপে কল্পনা করে যশোদা মায়ের কাছে নিবেদন করছেন। এখানে বাৎসল্য রসের দ্বারা ভগবদাস্বাদনের কথা বলা হয়েছে। ‘সোহম’ বা ‘তত্ত্বমসি’ এই উপনিষদীয় বাক্যের উপলব্ধি এবং ভক্তিরসের আস্বাদনের এক অপূর্ব মেলবন্ধন রয়েছে এই গানটিতে। এখানে লালন ফকির কৃষ্ণের হৃদয়ের কথা বা পরমাত্মার হৃদয়ের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এখানে শেষ দুই পংক্তিতে বলা হয়েছে -

“যে না বোঝে ছেলের বেদন  
 সেই ছেলের মার বৃথা জীবন  
 বিনয় করে বলছে লালন  
 কাঁদছে সে করে করুণা।।”

পুত্রের জন্য মায়ের আত্মত্যাগ এবং ঈশ্বরকে সন্তানরূপে স্বীকার করলে তার প্রতি অধিকারবোধ যত প্রবল হবে তার প্রতি আত্মত্যাগও ততই প্রবল হওয়া উচিত। না হলে সেই ভক্তি এবং সেই আত্মনিবেদন মিথ্যা হয়ে যায়। এটাই এই লালনসঙ্গীতের তাৎপর্য। এখানে ভক্তিরসের বাৎসল্যভাবের মধুর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

২। “তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাবো না।

দেখা দিয়ে ওহে রাসুল ছেড়ে যেও না।।

তুমি তো খোদার দোস্ত  
 অপারের কাভারী সত্য

তোমা বিনে পারের লক্ষ্য আর তো দেখি না।।”<sup>৮</sup>

এই গানটিতে আবার দেখতে পাই মুসলিম সাধনা ও সখ্যভাবযুক্ত ভক্তিরসের অভাবনীয় মেলবন্ধন। হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মাদর্শের যে মিলন, সৌহার্দ্য ও ঐক্য-এর কথা অনেক ডিগ্রীধারী পণ্ডিত শিক্ষিত ব্যক্তি কল্পনা করে গেছেন এবং অনেক বিদ্বজ্জন সেটিকে সাকার করার প্রভূত চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাঁরাও এত সহজ সরল সুন্দর আদর্শগত মিলন ঘটাতে সক্ষম হননি, যেটা লালন ফকির সাঁই এই গানের মাধ্যমে করেছেন। তাই হিন্দু মুসলিম উভয়ের কাছেই তিনি ‘মনের মানুষ’।

৩। “রাখার তুলনা পিরিত সামান্যে যদি কেউ করে

মরিয়ে না মরে পাপী অবশ্য যায় ছারেখারে।।”<sup>৯</sup>

অথবা

৪। “সে ভাব সবাই কি জানে



যে প্রেমে শ্যাম বাঁধা আছে ব্রজগোপীদের সনে ।।

শুদ্ধ অমৃত সেবা

গোপী বিনে জানে কেবা

পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে ।।”<sup>১০</sup>

এই গানগুলিতে প্রেমভাবের বর্ণনা খুবই সুন্দর ভাবে করা হয়েছে। ‘মরিয়ে না মরে পাপী’ অর্থাৎ প্রেমভাবে ভক্তির পরাকাষ্ঠা হলেন শ্রীরাধা তাঁর একয়াংশ প্রেমও যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি রাখতে পারেন তাহলে শত পাপী হলেও মৃত্যুর পরে তাঁর অমৃতত্ব লাভ হয়। এই প্রেমভাব আবার সবাইয়ের জ্ঞানগত হতে পারে না। তাই বলা হয়েছে ‘সে ভাব কি সবাই জানে’। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রেমভাবের বর্ণনা করতে গিয়ে মহাশয় বলেছেন, “আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে কামনাম/ কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।”

গৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্যদেবকেও লালন ফকির পরমাঙ্গার জ্ঞানে স্বীকার করেছেন এবং তাঁকে ঘিরেও বাৎসল্য ও প্রেমভাবে সম্বলিত গান রচনা করেছেন। শচীমাতার বিলাপের সুর প্রতিফলিত হয়েছে এই গানটিতে-

“...নদীয়ার ভাবের কথা

অধীন লালন জানে কি তা

হা হতাশে শচীমাতা বলে নিমাই দেখা দে রে ।।”<sup>১১</sup>

আবার

“আর কি আসবে সেই গৌরচাঁদ এই নদীয়ায়

সে চাঁদ দেখলে সখী তাপিত প্রাণ শীতল হয় ।।

চাতকরূপ পাখি যেমন

করে সে প্রেম নিরূপণ

আছি তেমন প্রায় করে বা শুধাই

সে চাঁদের উদ্দেশ্য কে কয় ।।”<sup>১২</sup>

এই গানটিতেও গৌরাঙ্গের প্রতি নিষ্কাম প্রেম ভাবেরই বর্ণনা করা হয়েছে।

**বাউল সাধনা ও বৈষ্ণবীয় সাধনার তুলনা :**

“ভক্তের ঘরে বাঁধা আছেন সাঁই ।

হিন্দু কি যবন বলে তার জাতের বিচার নাই ।।”<sup>১৩</sup>

লালন ফকিরের এই গানটিতে দেখতে পাই ভক্তিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন। ভক্তিসাধনার মূল শিক্ষাই হল বৈরীভাব পরিত্যাগ করে সাম্যতার দৃষ্টিতে সব জীবকে বিচার করা। তিনি তাই জাতপাত, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নিজের ভাবকে বিলিয়ে দিয়ে প্রতিটি সাধারণ মানুষের হৃদয় কে স্পর্শ করেছেন। এমনকী তাঁর গানের দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিত্বরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। লালন ফকিরের গানে যে সহজবোধ্য ভাষায় ও ভাবে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের প্রচ্ছন্ন ছায়া আছে আমরা সেটিকে উপেক্ষা করে শাস্ত্রের খোঁজ করি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাতেও এই আক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন-

“প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?”<sup>১৪</sup>



---

**Reference:**

১. চক্রবর্তী, সুধীর, গভীর নির্জন পথে, পৃ. ১৯-২০
২. চক্রবর্তী, সুধীর, বাউল সঙ্গীত, সুধীর গভীর নির্জন পথে, পৃ. ১৯
৩. 'তেন ত্যঞ্জন ভুঞ্জিথা', ঈশোপনিষদ, প্রথম শ্লোক।
৪. 'মামেকং শরণং ব্রজ', শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮ অধ্যায়, ৬৬ নং শ্লোক।
৫. 'আউলে কহিও ইহা কয়েছে বাউল', অন্ত্যলীলা, চৈতন্য চরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
৬. শরীফ, আহমদ, বাউল ও সুফী সাহিত্য।
৭. চৌধুরী, আবুল আহসান, লালনের গান- এমন মানবজনম আর কি হবে।
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থসমালোচনা : বাউল গান, সঙ্গীতচিন্তা, পৃ. ২৮৩